কহিলেন দ্বিজকন্যা "কটু না বলিও।
কর বা না কর ক্ষমা যা ইচ্ছা করিও।।
জন্মিয়াছি ব্রহ্মবংশে ব্রাহ্মণের কন্যে।
করিলাম অনুরোধ নিন্দহ কি জন্যে।।
বাক্য যদি নাহি মান আমি ফিরে যাই।
আমি 'মন্যি করিলে তাতে কি ভয় নাই?"
কহিলেন প্রভু মাতা 'মন্যি' আর কিসে।
রাজকোপে দেশ ছাড়া কত কষ্ট শেষে।।
এক্ষণেতে মন্যি কর কিম্বা দেও শাপ।
তা'তে কোন তাপ নাই করি নাই পাপ।।
যে হউক সে হউক আমি বলি এই।
তুমি বা কি শাপ দিবে আমি শাপ দেই।।
যেমন আমার পুত্র হ'ল দেশান্তরী।
হউক তোমার পুত্র কড়ার ভিখারী।।
মম পুত্রগণে পায় দেশ ছেড়ে ক্লেশ।
তেমন তোমার পুত্র ছাড়া হো'ক দেশ।।"
এত শুনি রাজমাতা গেলেন ফিরিয়া।
অশ্রুপূর্ণ নেত্র, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া।।
কালক্রমে সেই শাপ আসিয়া ফলিল।
সেই ঠাকুরাণীর দুই পৌত্র যে ছিল।।
দু'জনার নাম হয় বিনোদ, বিহারী।
ঋণদায়ী হইয়া গেল সে জমিদারী।।
ঘৃতকান্দী আসিলেন হ'য়ে দেশান্তরী।
একাকী আছেন মাত্র সব গেছে মরি।।
অবশ্য মহৎ বাক্য নহে ব্যভিচারী।
অধর্মের প্রাদুর্ভাব দিন দুই চারি।।
'যথা ধর্ম তথা জয়' চরাচরে ব্যপ্ত।
অতলে ভূতলে আর আছে স্বর্গ সপ্ত।।
অধর্ম করিল রাজপুত্র দুইজন।
রাজ্যভ্রষ্ট তাহাও দেখিল সর্বজন।।
কালক্রমে ধর্মাধর্মে ফলে ফলাফল।
কহিছে তারকচন্দ্র হরি হরি বল।।

ব্রাহ্মণ্যদেবের দেব শ্রীহরিঠাকুর

ওড়াকান্দী রাউৎখামার মল্লকান্দী।
ভ্রমণ করেন হরিচাঁদ গুণনিধি।।
সঙ্গে ভক্তগণ ফিরে পরম আনন্দে।
নাম-সংকীর্ত্তন-গান হ'তেছে স্বচ্ছন্দে।।
নিজ গ্রাম শ্রীধামের পশ্চিম অংশেতে।
উপনীত হইলেন দাসের বাটিতে।।
একে একে বহু ভক্ত আসিয়া মিলিল।
সভা করি ভক্তগণ সকলে বসিল।।
হরি-কথা কৃষ্ণ-কথা নামপদ গায়।
মধ্যবর্ত্তী মহাপ্রভু বসিয়া সভায়।।
একে একে গ্রামের অনেক লোক আসি।
সভা করি বসিলেন যত গ্রামবাসী।।
পূর্বদিকে মহাপ্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
গ্রাম্যলোক দক্ষিণে প্রভুর বাম দিকে।।
পশ্চিম দিকেতে বসে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
ভক্তগণ প্রেমাবেশে করে ঢলাঢলী।।
কিছু দূর উত্তরে বসিয়া বামাগণ।
হুলুধ্বনি দিতেছে শুনিয়া সংকীর্ত্তন।।
হেনকালে তিনজন ব্রাহ্মণ আসিল।
সভা মধ্যে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল।।
সবে বলে 'বসুন বিছানা আছে অই।'
তারা বলে, হরিচাঁদ প্রভু তিনি কই?'
ভক্তগণ বলে 'যদি নাহি চিন কই।
জগতের ঠাকুর বসিয়া তিনি অই।।'
এক দৃষ্টে তাহারা প্রভুর পানে চায়।
তপস্বী বৈরাগী উঠে হেনকালে কয়।।
'দেখিলি ঠাকুর ওরে বিপ্রের তনয়।
ঠাকুর দেখিলে পরে প্রণমিতে হয়।।'
তিন বিপ্র একজন মধ্যম বয়স।
আর দু'টি বয়সেতে পৌগণ্ডের শেষ।।